ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -১৪/০৩/২০১৭ ।।

কৈলাসহর বইমেলা সম্পন্ন

কৈলাসহর, ১৪ মার্চ ।। ব্যাপক অংশের বইপ্রেমী মানুষের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের শিল্পী রীণা ফের দৌসী, আরিফ রহমান ও শান্তা সরকারের মন মাতানো সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে গতকাল সম্পন্ন হয়েছে ৫ দিন ব্যাপী চতুর্দ্দশ কৈলাসহর বইমেলা । সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মনীষ সাহা সহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন । বইমেলায় ৬,৭৪,০০০ টাকার বই বিক্রী হয়েছে বলে বইমেলা কমিটির আহ্বায়ক কিশোর ঘোষ জানিয়েছেন ।

সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ে সচেতনতামূলক শিবির ১৮ মার্চ

সোনামুড়া, ১৪ মার্চ ।। সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আগামী ১৮ মার্চ সোনামুড়া টাউন হলে সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক এক মেগা সচেতনতা শিবির ও মহড়া অনুষ্ঠিত হবে । এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী । প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক তপন চন্দ্র দাস, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুরেশ দাস, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন কমলা মজুমদার, জেলা শাসক প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ চিতান দেববর্মা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগের প্রকল্প আধিকারিক শরৎ দাস প্রমুখ । সভাপতিত্ব করবেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফকরউদ্দীন আহমেদ । সোনামুড়া মহকুমা শাসক সুমিত লোধ এ তথ্য জানিয়েছেন ।

রোটা ভাইরাস টিকাকরণ কর্মসূচি সফল করতে সভা অনুষ্ঠিত

বিশ্রামগঞ্জ, ১৪ মার্চ ।। সিপাহীজলা জেলায় শিশুদের রোটা ভাইরাস টিকাকরণ কর্মসূচিকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে সম্প্রতি জেলা শাসক প্রদীপ কুমার চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এই সভায় সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি কমলরাণী শীল, মোহনভোগ বি এ সিঞ্চর চেয়ারম্যান কুঞ্জলীলা মুড়াসিং, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: চিতান দেববর্মা, জেলার পুলিশ সুপার সুদীপ্ত দাস, জেলার বিভিন্ন মহকুমার এস ডি এম ও সহ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন । মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক আলোচনায় অংশ নিয়ে জানান, গত ১৮ ফেব্রুয়ারী থেকে সারা রাজ্যের সাথে সিপাহীজলা জেলায়ও রোটা ভাইরাস টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে । এর লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদের একশ শতাংশ টিকাকরণের আওতায় আনা । গত জানুয়ারী পর্যন্ত জেলায় ৮৫ শতাংশ শিশুকে এই টিকাকরণের আওতায় আনা হয়েছে । এই কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয় ।

করবী দেববর্মণের সদগুণাবলীগুলি নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৩ মার্চ ।। বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী করবী দেববর্মণের স্মরণে গতকাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং হলে শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্র এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার প্রয়াতা কবি করবী দেববর্মণের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেন, করবী দেববর্মণ ছিলেন একাধারে বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও একজন সফল প্রশাসক । আগরতলা মহিলা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষা থাকাকালীন সময়ে তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে । তিনি ছিলেন পরোপকারী । মানুষকে ভালবাসতেন। ছিলেন মানুষের আপনজন । ঈর্ষা, পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে মুক্ত ছিলেন। গরীব, অসহায়, দুঃস্থদের জন্য তাঁর মন সব সময় ব্যাকুল থাকতো । তাঁর চরিত্রের এই সদগুণগুলি আমাদের অনুপ্রাণিত করে । তিনি বলেন, নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর সদগুণাবলীগুলি যদি আমরা না পৌঁছাতে পারি তবে এই স্মরণানুষ্ঠান নিছক এক অনুষ্ঠানে পরিণত হবে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আত্মকেন্দ্রিকতা আজ যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, যৌথ পরিবার যেভাবে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছে তা আমাদের ভাবিয়ে তুলছে । এই আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার করে জাত - পাত, ধর্ম - বর্ণ নির্বিশেষে করবী দেববর্মণরা মানুষকে যেভাবে ভালবেসেছেন তা আমাদের অনুসরণ করতে হবে । মুখ্যমন্ত্রী করবী দেববর্মণের স্ব-রচিত কবিতাগুলিকে নিয়ে কবিতা সংকলন প্রকাশ করার জন্য প্রকাশনা সংস্থাগুলিকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান । স্মরণ অনুষ্ঠানে এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক মিহির কান্তি দেব এবং করবী দেববর্মনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুদেষ্ণা দেববর্মণ । অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ করবী দেববর্মণের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন । সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী নিভা দেববর্মণ । স্মরণ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী শিব প্রসাদ ধর ।

মির্জায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

উদয়পুর, ১৩ ফেব্রুয়ারী ।। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো রাজ্য সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য । স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে এবং সর্বস্তরের জনগণের কাছে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রামে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে । গত ১১ মার্চ কাকড়াবন ব্লকের মির্জা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে একথা বলেন পর্যটন, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুনীতি সাহা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়, গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নিরুমোহন জমাতিয়া প্রমুখ । সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দীনবন্ধু দাস। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শ্রীভৌমিক আরও বলেন, স্বেচ্ছা রক্ত দানের মতো কর্মসূচি রাজ্যে এখন সামাজিক উৎসবের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে । সরকার থেকে একে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে । ফলে এই কর্মসূচিতে মানুষ আরও বেশি বেশি করে এগিয়ে আসছেন । এছাড়া, একশো শতাংশ শিশুকে টিকাকরণের আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে । পাশাপাশি রাজ্যের সর্বত্র স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান । গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুনীতি সাহা বলেন, এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শিলান্যাস হওয়ায় এলাকাবাসীর দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে । দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায় বলেন, সর্বত্র পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া, শিশু মৃত্যুর হার রোধ করা সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নিরুমোহন জমাতিয়া বলেন, এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি নির্মিত হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং দুটি এ ডি সি ভিলেজের জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবেন । স্বাগত ভাষণ দেন মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক দেবাশিস দাস । দশ শয্যা বিশিষ্ট এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা ।

This document was created using SmartPDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান

আগরতলা, ১০ মার্চ ।। রাজ্যের কৃষি কলেজের ও এস ডি এবং অধ্যক্ষ ড. এম. দত্তের নেতৃত্বাধীন কৃষি গবেষক দলকে কৃষিক্ষেত্রে গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচার‍্যাল রিসার্চ (আই সি এ আর)-এর পক্ষ থেকে ড. ডি এন বরঠাকুর পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে । এই পুরস্কারের সঙ্গে সাম্মানিক অর্থমূল্য হিসেবে ৭৫,০০০ টাকাও তাঁদের প্রদান করা হয়েছে । আজ এই গবেষক দলের পক্ষে ড. এম দত্ত পুরস্কারের অর্থমূল্য ৭৫,০০০ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করেছেন ।

লুধুয়ায় সাংস্কৃতিক কর্মশালা

রূপাইছড়ি, ১০ মার্চ ।। রূপাইছড়ি ব্লক তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে ৮-মার্চ থেকে রূপাইছড়ি ব্লকের লুধুয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাতদিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালা শুরু হয়েছে । কর্মশালায় মোট ৫০ জন শিল্পী প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন । কর্মশালায় লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীতের পাশাপাশি রবীন্দ্র সঙ্গীতের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ।

কুমারঘাটে ৩টি বিদ্যালয় হাইস্কুলে উন্নীত

কুমারঘাট, ১০ মার্চ ।। আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কুমারঘাট ব্লক এলাকার তিনটি স্কুল এস বি স্কুল থেকে হাই স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। বিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী তিনটি হাই স্কুলের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন । তিনটি অনুষ্ঠানেই বিধায়ক টুনুবালা মালাকার ও সমীরণ মালাকার, কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন । উত্তর রাতাছড়ায় যোগেশ পাল মেমোরিয়াল হাই স্কুল, পূর্ব বেতছড়ার ইমানুয়্যাল হাইস্কুল এবং উত্তর-পূর্ব কাঞ্চনবাড়ি হাই স্কুলের সূচনা করে শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী বলেন, শিক্ষার পরিকাঠামো সম্প্রসারণে রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে । শিক্ষার সুযোগ সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে । শিক্ষাই উন্নত মানব সম্পদ গড়ে তুলবে এবং সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবে। এজন্য সব অংশের মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ১৯৭৮ সালের আগে রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৬০০ টি । শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৮ হাজার, ছাত্র-ছাত্রী ছিল ২ লক্ষ এবং ডিগ্রি কলেজ ছিল ৬টি । কিন্তু বর্তমানে রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা ৪ হাজার ৮০০টি, শিক্ষক ৪৭ হাজার, ছাত্র-ছাত্রী ৮ লক্ষ, ডিগ্রি কলেজ ২৪টি এবং প্রতিটি মহকুমায় আই টি আই স্থাপন করা হয়েছে । আরও আন্তরিকতার সাথে ছাত্র ছাত্রীদের পড়ানোর জন্য তিনি শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতিও আহ্বান জানান ।

তুলামুড়া ও কিল্লায় স্বাস্থ্য শিবিরের কর্মসূচি

উদয়পুর, ১০ মার্চ ।। কাকড়াবন ব্লকের অন্তর্গত তুলামুড়া কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের উদ্যোগে চলতি মাসে তুলামুড়ার বিভিন্ন স্থানে ৪টি স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে । কর্মসূচি অনুযায়ী ১৪ মার্চ শিবির হবে দক্ষিণমুড়া ভিলেজের কালিবাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, ১৮ মার্চ শামুকছড়া ভিলেজের কুকিবাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, ২১ মার্চ ধূপতলী ভিলেজের টি আর কলোনী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে এবং ২৫ মার্চ শিবির হবে উত্তর তুলামুড়া ভিলেজের জমাতিয়াবাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে, কিল্লা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে আগামী ১৩ মার্চ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে উত্তর ব্রজেন্দ্রনগর ভিলেজের খরাংশিং পাড়ায় এবং ২৪ মার্চ হবে দার্জিলিংবাড়ী ভিলেজে । সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে উল্লিখিত স্বাস্থ্য শিবিরের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে ।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রতিনিধি দলের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ

আগরতলা, ১০ মার্চ ।। ত্রিপুরায় সফররত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস -এর আধিকারিকগণ আজ সন্ধ্যায় মহাকরণের ২নং কনফারেন্স হলে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন । সাক্ষাৎকারের সময় মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের শুভেচ্ছা জানাবার পাশাপাশি তাঁদের মাধ্যমে ত্রিপুরা ও দেশের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনসাধারণকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানিয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিবেশী ভালো না থাকলে আমরাও ভালো থাকবো না । এই উপমহাদেশে মানুষে মানুষে বিভেদ ও বিভাজন সৃষ্টি করার একটি নেতিবাচক প্রচেষ্টা চলছে । আমরা চাই বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরা ও ভারতবর্ষের যে ঐতিহাসিক ও আত্মিক সম্পর্কের বন্ধন রয়েছে তাকে আরো নিবিড় ও শক্তিশালী করতে । তিনি বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের বলেন, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হবে। মানুষকে ভালো না বাসলে দেশকে ভালবাসা যায় না । লক্ষ্য রাখতে হবে সমস্ত মানুষের কাছে সহায়তা পৌঁছে দেবার । বিশেষ করে দুঃস্থ ও পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের কাছে পাশে দাঁড়াতে হবে । আলোচনায় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস-এর আধিকারিকদের পক্ষ থেকেও তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরা হয় । আধিকারিকদের পক্ষ থেকে ত্রিপুরায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং প্রশাসন পরিচালনায় সুস্থ ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করা হয় । তাঁরা জানান প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনায় ত্রিপুরায় যে স্বচ্ছতা বজায় রেখে কাজ করা হচ্ছে তা তাঁরা নিজেদের কর্মক্ষেত্রেও প্রয়োগ করবেন । এই সফরে তাঁরা অনেক কিছু শিখলেন যা বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে তাঁদের প্রশাসনিক কাজকর্মে সহায়ক হবে । ভবিষ্যতে ত্রিপুরায় আবার আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাঁরা । এই সৌজন্য সাক্ষাতে বাংলাদেশের প্রশাসনিক আধিকারিক দলের নেতৃত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সে দেশের অর্থ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব জালাল আহমেদ। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বাংলাদেশের ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক ফিনান্সের ২৫ জন আধিকারিক । সৌজন্য সাক্ষাতের সময় ত্রিপুরা সরকারের তরফে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন, অর্থ দপ্তরের প্রধান সচিব এম নাগারাজু এবং অর্থ দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ । বাংলাদেশের আধিকারিক দলটি আগামীকাল দেশে ফিরে যাবেন । উল্লেখ্য, এই আধিকারিক দলটি রাজ্যের অর্থ দপ্তরের পরিচালনা সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পর্কে প্রশাসনিক ভাবে অবগত হতে গত ৮ মার্চ রাজ্যে আসেন। ইতিমধ্যেই আধিকারিক দলটি রাজ্যের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন ।

হোলি : পশ্চিম জেলায় কিছু বিধি নিষেধ

আগরতলা, ১০ মার্চ ।। দোলযাত্রা ও হোলি উৎসব উপলক্ষ্যে শান্তি ও সুস্থিতি বজায় রাখতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ডা: মিলিন্দ রামটেকে আই পি সির ১৪৪ ধারার ১নং এবং ২নং উপধারা অনুযায়ী আগামী ১২ ও ১৩ মার্চ সমগ্র জেলায় এক আদেশে কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন। আদেশে বলা হয়েছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত পুলিশ, সরকারী কর্মচারী ব্যতীত কেউ পশ্চিম জেলায় আগ্নেয়াস্ত্র এবং অন্যান্য প্রাণঘাতী অস্ত্র বহণ করতে পারবেনা । কোথাও পাঁচ জনের বেশি জড়ো হতে পারবে না । চলমান মোটর বাইকে চালক ছাড়া এক বা ততোধিক পুরুষ আরোহী বহণ করা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ । এই আদেশ আগামী ১২ ও ১৩ মার্চ সকাল ১০টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে । আদেশ অমান্যকারীদের ভারতীয় দন্ড বিধির ১৮৮ ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করা হবে ।

This document was created using Solid Converter PDF. To remove this message, purchase the product at www.SolidPDFCreator.com

রাজ্য ভিত্তিক নাট্য উৎসব শুরু

আগরতলা, ১০মার্চ ।। রাজ্য ভিত্তিক নাট্য উৎসব- ২০১৭ আজ থেকে আগরতলায় শুরু হয়েছে । তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ভানুলাল সাহা আজ সন্ধ্যায় আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন । তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় নাট্য উৎসব আয়োজক কমিটি এই উৎসবের আয়োজন করেছে । আজ থেকে আগামী ২০ মার্চ পর্যন্ত ১১ দিন ব্যাপী এই নাট্য উৎসবে রাজ্যের মোট ২০টি নাট্যদল অংশ নেবে । আগামী কাল থেকে আগরতলা টাউন হলে নাট্য উৎসবে নাটকগুলি মঞ্চস্থ হবে । আগরতলা টাউন হলে প্রতিদিন ২টি করে নাটক মঞ্চস্থ হবে । সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭.৩০ মিনিট পর্যন্ত প্রথমটি এবং রাত ৮টা থেকে ৯.৩০ মিনিট পর্যন্ত দ্বিতীয় নাটকটি মঞ্চস্থ হবে । নজরুল কলাক্ষেত্রে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে নাট্য উৎসবের উদ্বোধন করে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা তাঁর আলোচনায় রাজ্যের নাটকের পরিমন্ডলকে আরো বিকশিত করতে মহকুমা স্তরে রিসোর্স তৈরী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন । এই ক্ষেত্রে রাজ্যের নাট্য ব্যক্তিত্বদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়ারও আহ্বান জানান । তিনি বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের নাটকের পরিমন্ডলকে আরও বিকশিত করতে সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা চাই এখানে স্থানীয় পান্ডুলিপি আরো বেশি করে তৈরী হোক এবং মঞ্চস্থ হোক । এই লক্ষ্যেই আজ ২টি নাটকের বই প্রকাশিত হল । তিনি বলেন, নাটকের বিকাশের জন্য এন এস ডি এখানে প্লে-রাইট ওয়ার্কশপ করছে । বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের যুক্ত করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে নাট্য উৎসব শুরু হয়েছিল সেখান থেকে উঠে আসা দলদের নিয়েই এখানে নাট্য উৎসব হচ্ছে । সারা রাজ্যের সবকটি মহকুমাতে মোট ১৭২টি দল স্কুল নাটকে অংশ নিয়েছে । তিনি বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নাট্য চর্চায় অগ্রগতিতে শিক্ষক অভিভাবক এবং নাট্য ব্যক্তিত্বদের নজর রাখতে বলেন । সম্মানিত অতিথি বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সরোজ চৌধুরী নাটকের বিকাশে এই নাট্য উৎসবের গুরুত্বের কথা তাঁর আলোচনায় তুলে ধরেন । সম্মানিত অতিথি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিশেষ সচিব এম এল দে স্বাগত ভাষণে বলেন, নাটক মানুষের মধ্যে বড় বার্তা পৌঁছে দিতে পারে । এখান থেকেও সুস্থ চেতনার বার্তা সর্বত্র পৌঁছে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন । অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বিভু ভট্টাচার্য তাঁর আলোচনায় রাজ্যে গড়ে উঠা পরিকাঠামোর সুযোগকে ব্যবহার করে নাট্য কর্মীদের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য আজ উদ্বোধনী দিনে শিল্প তীর্থ প্রয়োজিত এবং ইন্দিরা সরকার নির্দেশিত খান্ডবকথা নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ।

গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে প্রাণী পালনের ভূমিকা অপরিসীম ঃ অঘোর দেববর্মা

উদয়পুর, ১০ মার্চ ।। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে উদয়পুর রাজর্ষি হলে আজ গোমতী জেলা ভিত্তিক প্রাণী রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় । এই কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নির্বাচিত ১৭৫জন প্রাণী পালক অংশ নেন । কর্মশালার উদ্বোধন করেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা । উদ্বোধনী ভাষণে মন্ত্রী শ্রী দেববর্মা বলেন, রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে প্রাণী পালনের বিরাট ভূমিকা রয়েছে । আমাদের রাজ্যে শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা প্রাণী পালনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক আয়ের পথ বেছে নিচ্ছে । রাজ্য সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আগামী দিনে বিজ্ঞান ভিত্তিক উন্নতমানের গাভী, শূকর পালনের মাধ্যমে রাজ্যে মাংস, ডিম ও দুধের চাহিদা পূরণ করতে । তিনি বলেন, লাভজনক ভাবে প্রাণী পালন করতে হলে প্রাণী পালকদের প্রাণী রোগ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে । প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী আরও বলেন, অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে কৃষি। রাজ্যের ৮০ শতাংশ মানুষ কৃষির সাথে যুক্ত । আমরা চাই কৃষির পাশাপাশি প্রাণী পালনের মাধ্যমেও রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে । প্রধান অতিথির ভাষণে গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুনীতি সাহা বলেন, সরকার ডিম, দুধ উৎপাদনে রাজ্যকে সয়ম্ভর করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে । এই কর্মসূচিতে সফলতা পেতে তিনি প্রাণী পালকদের বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রাণী পালন করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব এম এল দে বলেন, বর্তমান সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত কারণে প্রাণীজ খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে । এই চাহিদা পূরণ করতে গেলে দরকার বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রাণী পালন । এছাড়া, কর্মশালার উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান স্বদেশ মজুমদার, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ডা: মনোরঞ্জন সরকার, দপ্তরের উপ অধিকর্তা ডা: সমরেন্দ্র দাস প্রমুখ । সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো: ওয়াজ উদ্দিন আহমেদ । অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় পর্বে প্রাণী বিশেষজ্ঞরা প্রাণী রোগ প্রতিকার ও প্রতিরোধে কি কি করণীয় সে সম্পর্কে অংশ গ্রহনকারী প্রাণী পালকদের প্রশিক্ষণ দেন ।

২০ জন মহিলাকে বিউটি পার্লার ও সেলাই প্রশিক্ষণ

বিলোনীয়া, ৯ মার্চ ।। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকার ৪,২৭১ জনকে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা ভাতা দেওয়া হচ্ছে । এছাড়া, এন এফ বি এস প্রকল্পে ৫০টি পরিবারকে ২০ হাজার টাকা করে সহায়তা করা হয় । ১০ জন করে ২০ জন মহিলাকে বিউটি পার্লার ও সেলাই প্রশিক্ষণে ব্যয় হয়েছে ২ লক্ষ টাকা। ১৬টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয় । ব্লক এলাকায় ১৫৫টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে আসবাব পত্র ও পঠন পাঠনের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হয় । চলতি অর্থবর্ষে ৭টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের পাকা বাড়ী নির্মাণের কাজ চলছে । এতে ব্যয় হবে ৪৯ লক্ষ টাকা । সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে । এদিকে, এ ডি সির দক্ষিণ জোনাল ডেভেলপমেন্ট এর উদ্যোগে এম জি এন রেগায় ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকার ৮টি এ ডি সি ভিলেজের পাট্টা প্রাপক ৩৪১টি উপজাতি জুমিয়া পরিবারকে ১৭০ হেঃ রাবার বাগান করে দেওয়া হয় । এতে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৫৫২ টাকা । এছাড়া, চলতি অর্থবর্ষে পাট্টা প্রাপক আরও ২০০টি উপজাতি পরিবারকে ৫০ হাজার রাবার নার্সারী তৈরী করে দেওয়া হবে । সংশ্লিষ্ট দক্ষিণ জোনাল কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে ।

১১ মার্চ মির্জা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর

উদয়পুর, ৯ মার্চ ।। আগামী ১১ মার্চ উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত মির্জা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হবে । ঐ দিন বিকাল ৩ টায় এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন পর্যটন মন্ত্রী রতন ভৌমিক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুনীতি সাহা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়, গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ নিরুমোহন জমাতিয়া প্রমুখ । সভাপতিত্ব করবেন গোমতী জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দীনবন্ধু দাস ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঃ উদয়পুরে র‍্যালী অনুষ্ঠিত

উদয়পুর, ৯ মার্চ ।। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সারা রাজ্যের সাথে উদয়পুরেও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গতকাল এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী সংগঠিত হয় । র‍্যালীর সূচনা করেন গোমতী জেলার জেলা শাসক র‍্যাভেল হেমেন্দ্র কুমার । র‍্যালীটি জেলা শাসকের কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে সুপার মার্কেটে এসে শেষ হয় । র‍্যালীতে মহকুমা শাসক, সি এম ও সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ, কর্মীগণ এবং সাংবাদিকরা অংশ গ্রহণ করেন ।

This document was created using SmartPDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

ধ্রুপদী সঙ্গীত সম্মেলন সমাপ্ত

আগরতলা, ০৯ মার্চ ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং আই টি সি সঙ্গীত রিসার্চ একাডেমি(কলকাতা)র যৌথ উদ্যোগে টাউন হলে আয়োজিত দুপ্তদিন ব্যাপী ধ্রুপদী সঙ্গীত সম্মেলন গতকাল সম্পন্ন হয়েছে । অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী পন্ডিত অজয় চক্রবর্তী, ব্রজেশ্বর মুখার্জী, ইন্দ্রনীল ভাদুড়ি, পন্ডিত উদয় ভাওয়ালকর, ওমকার দাদরকার, রতন ভারতী, প্রতাপ আওয়াড সহ দেশের বিশিষ্ট ধ্রুপদী সঙ্গীত শিল্পীগণ অংশ নেন । শিল্পীদের কণ্ঠ সঙ্গীত, ধ্রুপদী কণ্ঠ সঙ্গীত, সেতার, তবল, হারমোনিয়াম, পাখোয়াজ বাদন দর্শকদের মুগ্ধ করেছে ।

ঋষ্যমুখ ব্লকে রেগায় ৬৫ শ্রমদিবসের কাজ

বিলোনীয়া, ০৯ মার্চ ।। চলতি অর্থ বর্ষে ঋষ্যমুখ ব্লকে এম জি এন রেগায় এখন পর্যন্ত ১৪ কোটি ১০ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে । এতে ৬৫ শ্রমদিবসের কাজ সৃষ্টি হয়েছে । এই কর্মসূচিতে নতুন রাস্তা ১০৩টি, পুকুর খনন ৩৪৭টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ৪৭টি, রাস্তা সংস্কার ৭৫৯টি, পুকুর সংস্কার ৩০৫টি, কমিউনিটি ট্যাঙ্ক সংস্কার ৪১৫টি, ইট সলিং রাস্তা ৪৩টি(১৬,০১০মিঃ), আর সি সি রোড ১টি(১৪৭মিঃ), নতুন চ্যানেল ৪৭টি, মিনি ব্যারেজ ৩০২টি, সামাজিক বনায়ন ১৮টি, চ্যানেল সংস্কার ৩৩৯টি, মাঠ সমতল ১৩৮টি, ৫৬০ জনের ভূমি সংস্কার, আর সি সি বক্স কালভার্ট ১৮টি, পাকা চ্যানেল ১০টি ও রাজীব গান্ধী সেবা কেন্দ্র ৩টি নির্মাণ করা হয়েছে। অন্যদিকে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসেবে রেগার মাধ্যমে ৯৬৪টি পরিবারকে শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে । এতে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৯ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬০০ টাকা । চলতি অর্থ বর্ষে আরও ১২৭টি শৌচালয় নির্মাণের কাজ চলছে । এতে ব্যয় হবে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা । সংশ্লিষ্ট ব্লকের বি ডি ও এ তথ্য জানিয়েছেন ।

গোলকপুর ভিলেজে প্রাণী পালনে সহায়তা

কৈলাসহর, ০৯ মার্চ ।। চন্ডীপুর ব্লকের বিভিন্ন এ ডি সি ভিলেজ ও পঞ্চায়েতে বিভিন্ন প্রকল্পে উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে । ব্লকের পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলে গোলকপুর ভিলেজের ২৫০ জনকে কয়লার মোরগের ছানা, ২০ জনকে শূকর ও ২ জনকে ছাগল পালনে সহায়তা দেওয়া হয় । এছাড়া, খাসিয়াবস্তি ও বাংলা লাইন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র এবং ২টি মিনি ডিপ টিউবওয়েল সংস্কার করা হয় । ৪০০ জন রেগা শ্রমিককে কোদাল প্রদান করা হয় । উক্ত ব্লকের ছনতৈল পঞ্চায়েতে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থে দুপ্তটি নতুন রিংওয়েল খনন এবং ১০টি রিংওয়েল সংস্কার করা হয় । এদিকে, ব্লকের পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলে জামতৈলবাড়ি ভিলেজে পানীয় জলের সুবিধার্থে তিনটি জলের ট্যাংক নির্মাণ করা হয় । সংশ্লিষ্ট ব্লক কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে ।

শিববাড়ীতে প্রশাসনিক শিবির ১৬ মার্চ

আমবাসা, ৮ মার্চ ।। আমবাসা মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আগামী ১৬ মার্চ আমবাসা ব্লকের কমলাছড়া এ ডি সি ভিলেজের শিববাড়ী জে বি স্কুলে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে । এই শিবিরের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে ।

লেম্বুছড়া এস বি স্কুলে সাংস্কৃতিক কর্মশালা

জিরানীয়া, ৮ মার্চ ।। জিরানীয়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কর্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত সাতদিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালা গতকাল পুরাতন আগরতলা ব্লকের লেম্বুছড়া এস বি স্কুলে সমাপ্ত হয় ।সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সবিতা দাস বলেন, এই ধরনের কর্মশালা গ্রামীণ শিল্পীদের উৎসাহিত করবে । তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পড়ার পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চারও প্রয়োজন আছে । বিশেষ অতিথির ভাষণে পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সঞ্জীব মিশ্র বলেন, সংস্কৃতি চর্চা মানুষের মনকে সুস্থ রাখে । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেঘলী পাড়া পঞ্চায়েতের প্রধান গোপীকান্ত দেবনাথ । এছাড়া, বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রাণেশ ভট্টাচার্য। স্বাগত ভাষণ রাখেন মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের আধিকারিক বিশ্বজিৎ বনিক। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ধামাইল, ঝুমুর, লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে । উল্লেখ্য, সাংস্কৃতিক কর্মশালায় এই বিদ্যালয়ের ৬০ জন ছাত্রছাত্রী প্রশিক্ষণ নেয় ।

গোমতী জেলায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত

করবুক, ৮ মার্চ ।। গোমতী জেলা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা কার্যালয়ের উদ্যোগে জেলা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক নারী দিবস আজ করবুক মাল্টিপারপাস কমিউনিটি হলে আয়োজিত হয় । অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক প্রিয়মণি দেববর্মা । উপস্থিত ছিলেন করবুক মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক গয়ারাম রিয়াং, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের জেলা পরিদর্শক ধীরপদ দেবনাথ, করবুক ও কিল্লা ব্লকের সি ডি পিও গণ । উদ্বোধকের ভাষণে বিধায়ক প্রিয়মণি দেববর্মা নারীদের ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম । সামাজিক কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর জন্য মহিলারা আজও বঞ্চিত অবহেলিত । তিনি আরও বলেন, নারীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলেই সুষ্ঠু সমাজ গঠন করা সম্ভব । মহিলাদের আরও বেশী করে সৃজনশীল কাজে এগিয়ে আসতেও তিনি আহ্বান জানান। জেলা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা পরিদর্শক ধীরপদ দেবনাথ স্বাগত ভাষণে মহিলাদের বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা করেন । সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবী পদ্মমালা মারাক ।

সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক কর্মশালা শুরু

সোনামুড়া, ৮ মার্চ ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে নলছড় ব্লকের তকছাপাড়া কমিউনিটি হলে সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক সাতদিনের সাংস্কৃতিক কর্মশালা গত ৬ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে । বাংলা লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য এবং উপজাতি লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের উপর এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে । এতে ৭০ জন শিল্পী প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন । কর্মশালার উদ্বোধন করে নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি তথা সোনামুড়া মহকুমা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সুকুমার নমঃ বলেন, মিশ্র সংস্কৃতি আমাদের রাজ্যের ঐতিহ্য । এই সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের এই ধরণের কর্মশালা সহায়ক হবে । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম তকছাপাড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীনেশ চন্দ্র সরকার। স্বাগত ভাষণ দেন সোনামুড়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের আই সি ও রাজেশ দেবনাথ ।

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com